যুগান্তর

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

NOV. 09 2002

বেত্রাঘাতে ছাত্রের মৃত্যু

শিক্ষকের উপর্যুপরি বেত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে দশম শ্রেণীর ছাত্র রথীন রায় (১৫)। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে টেস্ট পরীক্ষার অংকের প্রশ্নপত্র ফাঁস করিয়া দিয়াছে এবং কয়েকজন সহপাঠী লইয়া অংক পরীক্ষা দিতেছিল। বিষয়টি জানিবার পর শিক্ষকগণ রথীনসহ আটক করে সদানন্দ, প্রতুল, নিমাই ও ইঁহাকে। তাহাদের উপর দফায় দফায় বেত্রাঘাত চলে। স্থানীয় সালিশদারদের ডাকিয়া আনিয়াও তাহাদের বেত্রাঘাত করা হয়। ঘটনা জানানো হয় শিক্ষক সমিতির নেতাদের। তদন্তের জন্য তাহাদের প্রতিনিধিরা স্কুলে আসিবার পূর্বেই ক্লাসরুমে আটকাইয়া রাখা ঐ চার ছাত্রের মধ্যে রথীন মৃত্যুবরণ করে। এই নির্দয়, অমানবিক ও বর্বর ঘটনাটি ঘটিয়াছে গত শনিবার চিতলমারী উপজেলার চরডাকাতিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ইতিমধ্যেই পুলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিদাস মধুকে গ্রেফতার করিয়াছে। শিক্ষকদের অত্যাচারে রথীনের অকাল মৃত্যুতে ফুঁসিয়া উঠে ঐ স্কুলের শত শত ছাত্রছাত্রী। তাহারা মিছিল করে প্রায় ৬ কিলোমিটার পথ হাঁটিয়া গিয়া উপজেলা সদর প্রদক্ষিণ করিয়া পুলিশ স্টেশন ঘেরাও করে। এই হত্যা ঘটনার সহিত জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে।

আমরা অত্যন্ত বেদনার্ত যে, দশম শ্রেণীর রথীনকে জীবন দিতে হইল তাহারই শিক্ষকদের হাতে। যাহারা মানুষ গড়িবার কারিগর বলিয়া সমাজে পরিচিত, রাষ্ট্রীয় চেতনায় সংবর্ধিত, সেই শিক্ষকের মহান মানবিক পেশার কয়েকজন নকল করিবার ও অপ্রমাণিত প্রশ্নপত্র ফাঁস করিবার অভিযোগে বেত্রাঘাত করিতে করিতে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, অসুস্থ হইয়া পড়িবার পরও তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই। উপরন্তু আটকাইয়া রাখিয়াছে স্কুলরুমে। কতটা নির্দয় হইলে এমন সিদ্ধান্ত লইতে পারে একজন শিক্ষক বা তাহার সহযোগীরা। টেস্ট পরীক্ষার অংকের প্রশ্ন রথীন ফাঁস করিয়াছে এমন কোন প্রমাণ মিলে নাই। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হইয়া চার ছাত্রকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত যে এই যুগে চরমতম অন্যায়, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এখানে প্রশ্ন করা যায় যে, প্রশ্ন সে পাইল কাহার সহযোগিতায়? সে কেন দোষী সাব্যস্ত হইল না? নকল করিয়া টেস্ট পরীক্ষায় পাস করিবার চিন্তা রথীন ও তাহার বন্ধুদের হইল কেন? তাহার মানে কি এই নয় যে, ঐ স্কুলের অংকের শিক্ষক ক্লাসে যথাযথভাবে শিক্ষা দেন নাই। শিক্ষা যথাযথভাবে না দেওয়াতে যে অপরাধ, ক্লাস না করানো এবং ছাত্রদের যোগ্য করিয়া তুলিতে না পারিবার ব্যর্থতার জন্য কি স্কুল কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রধান শিক্ষক ঐ অংক শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন? না, করেন নাই। সকল দোষ নন্দঘোষ হিসাবেই রথীন ও তাহার ক্লাসফ্রেন্ডদের উপর বর্তাইবে, আর নির্মল চরিত্র, জাতি গঠনের কারিগর প্রভৃতি মর্যাদা লইয়া থাকিবেন অমানবিক মানুষেরা, ইহা হইতে পারে না। শিক্ষক সম্প্রদায়ের ভেতরে লুকাইয়া থাকা এই শ্রেণীর বর্বরদের অবশ্যই বাছাই করিতে হইবে এবং কোমলপ্রাণ শিশু-কিশোরদের রক্ষা করিতে হইবে তাহাদের হিংস্র হাত হইতে। রথীনের মৃত্যু সকল শিক্ষককে এই শিক্ষা দিক যে, কিশোরের ঐ অপরাধ ঘটিয়াছে শিক্ষক-কর্মচারীদের কারণেই। তাহারা যদি যথাযথ শিক্ষাদান করেন, তাহা হইলে নকলের পথে কেহ হাঁটিবে না। আমরা রথীনের মৃত্যুর জন্য যাহারা দায়ী, তাহাদের শাস্তি হউক- উহাই প্রত্যাশা করি। বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হোক লঘু অপরাধের জন্য চরম দণ্ডদানের নির্মম ইতিবৃত্ত, উহাই ঐ স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকসহ দেশবাসী আশা করেন।